আলোচ্য বিষয় :
পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী

দর্শন অনার্স
SEMESTER - III

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor
Department of Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

পরিবারের সংজ্ঞাঃ-

সমাজতাত্ত্বিকদের মত :

পরিবার হলো সমাজের প্রাথমিক ও মৌলিক একক। রোমান শব্দ ‘Famulus’ থেকে ইংরেজী ‘Family’ শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ হল উৎপাদক ও ক্রীতদাস, বংশ বা বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত সম্পর্ক।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ তাঁদের ‘Society : An Introductory Analysis’ – নামক গ্রন্থে পরিবার সম্পর্কে বলেছেন –

“পরিবার হলো এমন একটি গোষ্ঠী যার মধ্যে সুনির্দিষ্ট যৌন সম্পর্ক বর্তমান থাকে এবং সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের কাজে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকে।”

অধ্যাপক জিসবার্ট তাঁর 'Fundamentals of Sociology' – গ্রন্থে পরিবার প্রসঙ্গে কিছুটা তিনি মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে –

"পরিবার হল একটি জৈব একক। এর সদস্যরা একই আবাসে একসঙ্গে বসবাস করে। এই বসবাসের মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক একটি নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট রুপ লাভ করে।"

অধ্যাপক অগবার্ন ও নিমকফ - এর মতানুসারে -

"পরিবার হলো মোটামুটি স্থায়ীভাবে একসঙ্গে বসবাসকারী স্বামী- স্ত্রী বা নর-নারী। এদের সন্তান থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে"।

পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল জৈবিক সম্পর্ক এবং সন্তান সম্পর্কিত পিতা-মাতার দায় দায়িত্ব পালন। এককথায় বলা যায় যৌন সম্পর্কযুক্ত নারী পুরুষ এবং তাদের সন্তান ও উত্তরাধিকার হল পরিবারের প্রধান অঙ্গ।

অধ্যাপক ডেভিস তাঁর '**Human Society**' নামক গ্রন্থে পরিবার সম্পর্কে বলেছেন -

"পরিবার হল পরস্পরের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ব্যক্তিবর্গের একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা হল পরস্পরের আত্মীয়।"

পরিবারের বৈশিষ্ট্য:

(১) সর্বজনীন বা বিশ্বজনীনত্ব :-

পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ও সবকালে কোন না কোন ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। সমাজ বিকাশের প্রতিটি স্তরেই পরিবারের নিদর্শন লক্ষ্য করা গেছে। শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও পারিবারিক জীবনের নিদর্শন দেখা যায়।

(২) সীমিত আকার :-

সমাজে যে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী দেখা যায় তাদের মধ্যে পরিবার হল সবথেকে সীমিত আকারের অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী। কেননা, নি:সন্তান দম্পতিরাও একটি পরিবার গঠন করে বসবাস করে।

(৩) আবেগ ও অনুভূতিগত ভিত্তি :-

মানুষের দৈহিক প্রবৃত্তি,মানসিক আবেগ এবং প্রবণতার প্রধান কেন্দ্র হল এই পরিবার। মানুষের যাবতীয় সুখময় অনুভূতির জন্ম এই পরিবারের মধ্যেই, যার প্রকাশ পরবর্তীকালে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়।

(৪) ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রভাব :-

শিশু পরিবারের মধ্যেই বড় হতে থাকে। তার যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষা,আচার-আচরণ, সবই সে পরিবারের মধ্যেই শেখে। তাই পরিবারকে শিশুর শিক্ষাক্ষেত্র বলা যায়। শিশুকে তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে প্রতিযোজন করতে সাহায্য করে পরিবার। এই দিক থেকে বলা যায় পরিবার ব্যক্তির গঠনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

(৫) সামাজিক নিয়ম বিধির অনুসরণ :-

প্রতিটি সমাজেই কিছু নিয়ম-কানুন ও সামাজিক অনুশাসনের প্রচলন দেখা যায় যেগুলো প্রতিটি গোষ্ঠী ও সংস্থাকে কমবেশি মেনে চলতে হয়। পরিবারের ক্ষেত্রেও এইসব সামাজিক বিধি ও অনুশাসন মেনে চলতে হয়।

(৬) সদস্যদের দায়িত্ববোধ :-

একটি সুখী পরিবার গড়ে ওঠে পারিবারিক শান্তির পরিবেশ থেকে এবং পরিবারের সদস্যদের এককভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে,আবার যৌথভাবে পরিবারিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার মধ্যে দিয়ে।

(৭) আদর্শের প্রতি আনুগত্য :-

প্রতিটি পরিবার একটি নিজস্ব আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় ও পরিবারের সদস্যরা সেই আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখায়। ওই আদর্শের সংরক্ষণে এবং তার থেকে কোন বিচ্যুতি যাতে না ঘটে, সেদিকে পরিবারের কর্তাকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। প্রতিটি পরিবারই এইভাবে একটি নিজস্ব আদর্শ ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে।

পরিবারের কার্যাবলী:-

একটি পরিবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। এগুলো হলো -

(১) জৈবিক:-

পুরুষ ও নারীর জৈবিক ও দৈহিক প্রয়োজন মেটানো পরিবারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। শিশুদের পক্ষে উপযোগী এমন পরিবেশে সন্তানদের জন্মদান করা পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ বলে বিবেচিত হয়।

(২) অর্থনৈতিক :-

অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মেটানো পরিবারের অন্যতম কাজ। এই দায়িত্ব এসে পড়ে প্রধানত পিতার উপর। কেননা, মাথাকে সাধারণত শিশুর শারীরিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকতে হয়। এমন এক সময় ছিল যখন পরিবারই ছিল অর্থনৈতিক উৎপাদনের কেন্দ্ররূপ।

(৩) শিক্ষামূলক:-

শিশুর জন্মের পরে প্রথম পাঁচটি বছর সে গৃহেই শিক্ষালাভ করে তাই গৃহ হল শিশুদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র। তারপর শিশুকেশিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। বস্তুত: গৃহের মাধ্যমেই শিশু বৃহত্তর সমাজজীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়।

(৪) রক্ষণমূলক :-

সবরকম বিপদ-আপদ থেকে পরিবারের সভ্যদের রক্ষা করা পরিবারের অন্যতম কাজ। কিন্তু, আধুনিককালে পরিবারের সভ্যরা নানাদিকে ছড়িয়ে থাকার জন্য ও পরিবারের সভ্যদের স্বার্থ পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণের উপর নিবন্ধ না থাকার জন্য পরিবারের রক্ষণমূলক কাজ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে।

(৫) স্নেহ সম্পর্কীয় :-

স্নেহ ভালবাসা ও বন্ধুত্বের এক নিবিড় বন্ধনে সব সদস্যকে বেঁধে রাখে। ছোট ছোট শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য বাবা-মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা, একান্তই প্রয়োজন।

(৬) ধর্ম সম্পর্কীয় :-

নৈতিক এবং ধর্ম সম্পর্কীয় শিক্ষা এতদিন পরিবারের একটি অন্যতম কাজ ছিল, কিন্তু এখন অনেক বাবা মা এই ব্যাপারে উদাসীন কিংবা তারা মনে করেন এটি পরিবারের কাজ নয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ। শিশু নিজের পরিবারের নৈতিক শিক্ষা পেয়ে থাকে।

(৭) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ :-

পরিবারের একটি সামাজিক ভূমিকা হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করা। সমাজ যেহেতু পরিবারকে নিয়েই গড়ে ওঠে তাই পরিবার হলো তার সদস্যদের ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করে। প্রতিটি পরিবার তার এই ভূমিকা পালন করলে একটি উন্নত সুসংহত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

ধন্যবাদ